অভিমান হওয়া ভালো

বনানী ভট্টাচার্য্য

সাধারণতঃ প্রতি বিষয়ের দুটি দিক থাকে। ভালো দিক ও মন্দ দিক। তেমনই অভিমানের ও দুটি দিক। এর মধ্যে ভাল দিকটি আমার জীবনে উন্মোচিত হয়েছে। সকলের মতো আমারও ধারণা ছিল, ভগবান হলেন সেই অদৃশ্য শক্তি যা আপনার Aladin এর সেই আশ্চর্য্য জিন, যা শুধু ভাগ্যবান দের মেলে। শুনেছি, এই আশ্চর্য জিন কে তুষ্ট করতে অনেক কাঠ-কয়লা পোড়াতে হয়। কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হবেন কি না তা মর্জির ব্যাপার। এই সকল ধারণা নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকার পর যখন দেখলাম যে চাকরি পেলাম না, নিজের জাগতিক বাসনা গুলো পূর্ণ হল না, তখন তাঁকে মনে মনে আচ্ছা করে তুলোধনা করতাম। এ এখন ভাবলে বেশ মজা লাগে। একদিন বললাম, "তোমার একটা ভক্ত কমে গেল। আর ডাকব না তোমায়"। এরপর আরেক দিন গিয়ে বললাম, "আমি এত ডাকলাম, তাও আমাকে একটা ভাল চাকরি দিতে পারলে না বলো?! ঠিক আছে আমার রোজগারের ব্যবস্থা তোমার থেকেই শুরু করব। তোমার Website বানাব, আর তোমার আশ্রম থেকেই টাকা নেব। আমার কোনও একটা কাজে তো আসতেই হবে তোমাকে, আর ভক্তির মূল্য তো দিতেই হবে।"

এরপর একদিন ওনার সামনে খুব কাঁদছি, অথচ কিছুই চাইতে পারছি না। এই সব সময়ে দেখেছি উনি যেন তাকিয়ে হাসছেন। দেখে আরো রাগ হতো। চূড়ান্ত আগুন জ্বলছে ভেতরে এই সময়ে একদিন আমার গুরু-মা কে বলেই ফেললাম যে ঠাকুরের ওয়েবসাইট বানাতে চাই। উনি খুব আনন্দ পেলেন। সম্মতি জানালেন। কিন্তু এরপর একবছর আশ্রম থেকে এই বিষয়ে আমার সাথে কেউ কোনো কথা বলেননি। কেউ যোগাযোগ ও করেননি। ঠাকুরের ইচ্ছা অন্য ছিল। ওই দিন যে ভক্তির মূল্য চেয়েছিলাম তার রসদ জোগাড় করছিলেন বোধ হয়। এরপর একদিন নিজেই নিজের স্বার্থে কাকিমা (গুরু মা—তখনও দীক্ষা হয়নি) কে message করলাম, "Kakima, asram er website ki toiri hoye gech ?" উনি পরে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি তো তোর আশায় বসে আছি, তুই কবে করে দিবি"।

খুব আনন্দ হয়েছিলো। বুঝেছিলাম যে এই বিষয়ে আমাকে নিজেকে এগোতে হবে কিন্তু এটা বুঝিনি অমৃতের আস্বাদ পেতে চলেছি। এরপর আশ্রমে একদিন মিটিং হল। ঐদিন কাকিমা বলেছিলেন, "আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুই নিজে থেকে এগিয়ে এসেছিস।" প্রতিমা পিসি বলেছিলেন, "She is so blessed. Thakur has chosen her. "সত্যি বলতে এই সকল কথায় আমার তখন সেরকম কিছু মানসিক পরিবর্তন হয়নি। ঠাকুরের ওপর চরম অভিমান ছিল তখনও। আর মনে ছিলো নিজের ট্যাঁকে কতো ভরা যায়।

এরপর একদিন কথায় কথায় আমার মা আমাকে বললেন আমি যেন একটু ভেবে আশ্রম থেকে টাকা চাই। এর কিছুদিন পর আমার জীবনসঙ্গীও আলাদা করে request করলেন, যাতে আমি আশ্রম থেকে কোন টাকা না চাই। শুনেতো ভিতরে ভিতরে চটে লাল। ঠিক করেছিলাম কারও কথা শুনব না।

এরপর ধীরে ধীরে শুরু হল Website তৈরীর কাজ। অতসী দি বুঝিয়ে দিলেন কি ভাবে কাজটা করতে হবে, কি কি point থাকবে ওয়েবসাইটে। এরপর কাকিমা আমার হাতে কিছু বই দিলেন। "এই বই গুলো পড়বি, তাহলেই বুঝতে পারবি ওয়েবসাইটে কি কি লিখতে হবে, এরমধ্যে সব লেখা আছে।" এদিকে আমি তখনও ভেবে মরছি কত টাকা চাওয়া যায়!

ধীরে ধীরে বই গুলো পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে মনের ভাব পরিবর্তন হতে লাগলো। এটাই সব থেকে বড় উপহার, সব থেকে বড় প্রাপ্তি। এতদিন যেন অন্য ঠাকুরকে চিনতাম, যাকে শুধু জাগতিক চাওয়া পাওয়ার জন্যই লোকে ডাকতে চায়। কিন্তু দেখতে পেলাম ঠাকুর যেন ত্যাগের প্রতীক। অত্যন্ত Practical, সাধারণের পিছনে অসাধারণ একজন কেউ। শেষে ঠিক করলাম যে Website এর domin কিনতে যে টুকু টাকা লাগে ওইটুকুই চাইব, নিজের জন্য কিছু চাইব না। সেদিন থেকে মনে হোল কোন অদৃশ্য হাত যেন আমাকে অমৃতের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। স্বল্পাকারে অন্তর শুদ্ধি হচ্ছে। প্রায় ১ বছরের মাথায় গিয়ে ২০১৮ সালে ঠাকুরের জন্মোৎসবে launch হোল www.bigyananandamission.org। ওইদিন আমার কাজের মূল্য হিসেবে পেয়েছি অফুরন্ত ভালোবাসা আর -

১) ওই বছর পরম পূজনীয় ঠাকুরের "পাদুকা" আমাকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়।

২) আমার গুরুমা ওই বছরের পত্রিকায় আমার নাম উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে ঠাকুর তাঁর ওয়েবসাইট টি বানানোর জন্য আমাকে সিলেক্ট করে রেখেছিলেন। পত্রিকায় আমার নাম উল্লেখ করা অনেকটা যেন কোন Institution থেকে Certificate পাওয়ার মতন। পরে উনি বলেছিলেন যে ওরা দীর্ঘ ৭-৮ বছর ধরে চেষ্টা করেছিলেন ওয়েবসাইট টি launch করার। কিন্তু বিভিন্ন ভাবে সেই প্রয়াস আর এগোয়নি। ঠাকুর যে আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন, এর জন্য আমি ধন্য।

৩) Silku Aunty, NEW ZEALAND এর থেকে কিছু গিফট এনে দেন। অনেকটা Award পাওয়ার মতো।

৪) প্রতিমা পিসি বিদেশী Chocolates উপহার দেন।

অনেকেই অফিস এ কাজ করেন, কিন্তু নিজের কাজের যথার্থ সম্মান বা Credit থেকে বঞ্চিত থাকেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঠাকুর আমাকে এর সব দিয়েছেন। ১ আনা দিতে পেরেছি কিনা জানি না, পেয়েছি ১৬ আনা।

শুনেছিলাম ঠাকুরকে কিছু দিলে উনি তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনা যেন তারই প্রমাণ।

কথায় বলে অভিমান ভালো নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ওপর করলে তা ভাল। ঠাকুর যেন অতি স্নেহে আমার মান ভাঙালেন। আমি বাবা-মা এবং গুরুমা ওদের কাছে চির কৃতজ্ঞ, যে ওরা আমাকে ঠাকুরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

মান অভিমান যাই হোক, এভাবে হলেও তো তাঁকে স্মরণ করতে পারছি। এই বা কম কি? তবে এবার যেন ভালোবেসে তাঁর নাম জপ করতে পারি। তিলক স্যারের কথা মনে পড়ে গেল, উনি বলেছিলেন হনুমান নাকি ইচ্ছে করে শ্রী রামচন্দ্র কে পিঠে বসিয়েছিলেন, যাতে উনি হাত ছাড়লেও ঠাকুর যেন ওনাকে ধরে রাখেন সর্বদা।

আমরাও সকলে যেন হনুমানের মত হতে পারি। উনি যেন আমাদের সকলের হাত ধরে রাখেন সর্বদা। অন্তরে এইরকম অমৃত প্রেম ঢেলে দিন - প্রার্থনা রইল।

"আরো প্রেমে আরো প্রেমে

মোর আমি ডুবে যাক নেমে ॥"